বেহাল রাস্তাই এলাকার রোজনামচা

চোপড়ার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত

উত্তর দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী চোপড়া ব্লকের চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত। ছোট চা বাগান এবং শস্য উৎপাদনে যুক্ত অধিকাংশ মানুষ। রয়েছে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা। ভাঙাচোরা রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। সেচের জন্য তিস্তা ক্যানেলের কাজ শুরু হলেও কয়েক দশক থমকে রয়েছে। পথবাতি না থাকায় সন্ধ্যা নামতে অন্ধকারে ডুব দেয় গ্রাম। এলাকার সমস্যা নিয়ে বাসিন্দাদের সওয়ালের জবাব দিলেন পঞ্চায়েতের প্রধান **মহম্মদ আজহারউদ্দিন**। শুনলেন শঙ্করকুমার রায়

সওয়াল: দিগাবানা বাজার থেকে লালবাজার যাতায়াতের বেহাল রাস্তা কবে মেরামত হবে?

—মহম্মদ আলম,অটো চালক

জবাব: রাস্তা মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু হবে।

সওয়াল: দিগাবানা হাটে নিকাশির ব্যবস্থা নেই কেন?

—মহম্মদ পসিরুদ্দিন, চা বাগানের শ্রমিক

জবাব: হাটে নিকাশি ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে। অর্থ পাওয়া গেলে কাজ শুরু হবে।

সওয়াল: গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েও একশো দিনের কাজ মিলছে না কেন?

—মহম্মদ আলি, দিনমজুর

জবাব: ঠিক বলছেন না। একশো দিনের প্রকল্পের মাটির কাজ আপাতত বন্ধ আছে। শুরু হলেই কাজ পাবেন।

সওয়াল: পানীয় জলের সমস্যা কবে মিটবে?

—ফরিদা খাতুন, গৃহবধূ

জবাব: নতুন গভীর নলকূপ বসানোর কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই সমস্যা মিটবে।

সওয়াল: বলরামপুর কিংবা কালীগঞ্জ এলাকায় পথবাতি নেই কেন?

—নুর মহম্মদ, সরকারি কর্মচারী

জবাব: পথবাতির চেষ্টা চলছে।

সওয়াল: প্রাথমিক স্কুলে ড্রপ আউটের সমস্যা বাড়ছে কেন?

—অরূপ ঘোষ, শিক্ষক

জবাব: সমস্যা সমাধানে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার চলছে।

সওয়াল: গ্রামের ছেলেরা কেন ভিন রাজ্যে কাজে যাবে?

—সাহানাজ খাতুন, কলেজ ছাত্রী

জবাব: কাজের খোঁজে অনেক যুবক বাইরে চলে যায়। এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

সওয়াল: বাইরের অচেনা লোকজনের আনাগোনা গ্রামে বাড়লেও নজরদারির ব্যবস্থা নেই কেন?

—তসলিম আলি, সমাজ কর্মী

জবাব: এটা পুলিশের কাজ। পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই।

সওয়াল: গ্রামের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নেই কেন?

—আসিরুদ্দিন হক, হাট ব্যবসায়ী

জবাব: এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে কথা বলব।

সওয়াল: পঞ্চায়েত এলাকায় বিনোদনের ব্যবস্থা নেই কেন?

—আসরাফুল হক, স্কুল ছাত্র

জবাব: পার্ক গড়ে তুলতে যে পরিমাণ অর্থের দরকার সেটা পঞ্চায়েতে নেই। তাই সমস্যা হচ্ছে।

ছবি : দীপিকা দে

গ্রাম সংসদ

রাস্তা ভরা জঞ্জালে পথ চলা যেন দায়

চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের চা বাগান ও জঙ্গল ঘেরা চম্পাগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকা। বেহাল রাস্তা। বেড়েছে পানীয় জলকষ্ট। গ্রামের হাটে পা রাখা দায়। নিকাশি নালা সংস্কার হয় না দীর্ঘদিন। তাই বেড়েছে মশা-মাছির উপদ্রব। এলাকার সমস্যা নিয়ে বাসিন্দাদের সওয়ালের জবাব দিলেন পঞ্চায়েত প্রধান **রিঙ্কু নাগ**। শুনলেন অরূপ বসাক

সওয়াল : পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

—অশোক প্রধান, ব্যবসায়ী

জবাব : পাথরের জন্য এলাকায় গভীর নলকূপ বসানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই সমস্যা জটিল হয়েছে। প্রশাসনেরর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা চলছে।

সওয়াল : গ্রামের একমাত্র হাট চত্বর জঞ্জালে ভরা। কেন সাফাইয়ের ব্যবস্থা নেই?

—রাজেশ ওঁরাও, যুবক

জবাব : এনআরইজিএস প্রকল্পে হাট সাফাই করা হয়। তাই জঞ্জাল থাকার কথা নয়। তবু যখন বলছে এলাকা ঘুরে দেখব।

সওয়াল : নিকাশি নালার জমা জলে মশার উপদ্রব বেড়েছে। কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না?

—নগেন্দ্র সুরি, চা শ্রমিক

জবাব : নালাগুলি সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

সওয়াল : বেহাল রাস্তা কবে মেরামত হবে?

—মানব দাস, গাড়ি চালক

জবাব : বেহাল রাস্তা মেরামতের টেণ্ডার হয়েছে। কাজ শুরু হবে।

সওয়াল : রাস্তার জঞ্জাল সাফাই না—হওয়ায় এলাকায় দূষণের সমস্যা বাড়ছে। ব্যবস্থা নেই কেন?

—শাবানা খাতুন, বধূ

জবাব : ডাম্পিং গ্রাউণ্ড না-থাকায় এই সমস্যা হয়েছে। জমির খোঁজ চলছে।

সওয়াল : কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই কেন?

—বিমল দত্ত, শিক্ষক

জবাব : পঞ্চায়েতের পক্ষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি মাত্র।

সওয়াল : বার্ধক্যভাতার টাকা মিলছে না কেন?

—দিনবালা বর্মন, বৃদ্ধা

জবাব : এটা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে হয়। পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই।

সওয়াল : এলাকায় মাঝেমধ্যে হাতি ঢুকে পড়ছে। কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

—দীপক ওঁরাও, চা শ্রমিক

জবাব : বন দফতরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ছবি : প্রতিবেদক

উত্তরের চিঠি

ভোল্টেজ নেই

মালবাজার মহকুমার চা বাগান ঘেরা মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে বিদ্যুতের সমস্যা রাড়ছে। সন্ধ্যার পরে ভোল্টেজ না-থাকায় টিমটিম করে বাল্ব জ্বলে। ওই আলোতে কিছুই দেখা যায় না। ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করতে পারছে না। পঞ্চায়েত কর্তাদের সমস্যার কথা জানাতে বলছেন তাঁদের কিছু করার নেই। ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের অনুরোধ আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

দীপক দত্ত
বাতাবাড়ি,
মালবাজার

পরিষেবা নেই

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লকের পন্ডিতপোতা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। জনসংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু রাস্তাঘাটের পরস্থিতি দেখে মনে হতে পারে মানুষ বসবাস করে না। অমরঝারি গ্রামের রাস্তা দিয়ে সাইকেল পরের কথা হেঁটে চলাচল অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও গোলাপাড়া বাজারে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না।

বিকাশ মালাকার
অমরঝারি,
ইসলামপুর

চিঠি পাঠান—সংবাদ প্রতিদিন,
উত্তরবঙ্গ ব্যুরো অফিস,
নীলাদ্রিশেখর বিল্ডিং, (সপ্তমতল),
ভেনাস মোড়, হিলকার্ট রোড
শিলিগুড়ি—৭৩৪০০১।
মেল করুন—
pratidin.nbdesk@gmail. com

নিকাশি নালার জমা জলে বাড়ছে মশা

কোচবিহার ৭ নম্বর ওয়ার্ড

কোচবিহার পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড। কয়েক পশলা বৃষ্টিতেই এলাকার জল থইথই দশা। যানজটের সমস্যা দীর্ঘদিনের। বেহাল দশা রাজমাতা দিঘির। ভাঙাচোরা রাস্তা। বেড়েছে মশা ও মাছির প্রকোপ। পথ কুকুরের দৌরাত্ম্য। এলাকার সমস্যা নিয়ে বাসিন্দাদের সওয়ালের জবাব দিলেন কাউন্সিলর **রঞ্জন ভট্টাচার্য**। শুনলেন **মৃন্ময় লাহিড়ী**

সওয়াল : সামান্য বৃষ্টিতে এলাকা ভাসে। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

—রাজু সাহা, ব্যবসায়ী

জবাব : নতুন একটি হাইড্রেন তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। কাজ শেষ হলে সমস্যা মিটবে।

সওয়াল : কেশব রোডের যানজট সমস্যা মিটছে না কেন?

—দেবব্রত দত্ত, শিক্ষক

জবাব : যানজটের সমস্যা নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টাও চলছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। তাই এখন বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা—চিন্তা চলছে।

সওয়াল : রাজমাতা দিঘি সংস্কার করা হচ্ছে না কেন?

—রবীন্দ্র সাহা, ব্যবসায়ী

জবাব : দেড় দশক আগে একবার দিঘি সংস্কার হয়েছে। এবার গ্রিন সিটি প্রকল্পে সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে।

সওয়াল : পথ কুকুরের উপদ্রব ঠেকাতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

—পুষ্প বর্মন, বধূ

জবাব : এক্ষেত্রে পুরসভার কিছু করার নেই।

সওয়াল : নিকাশি নালাগুলি নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না কেন?

—পার্থ দে ছাত্র

জবাব : হাতে গোনা কেয়কজন সাফাই কর্মী কাজ করেন। আরও কর্মী দরকার। পুরসভার চেয়ারম্যানকে সমস্যার কথা বলেছি। সেটা পাওয়া গেলে সমস্যা মিটবে।

সওয়াল : এলাকায় মশার প্রকোপ বাড়ছে কেন?

—নমিতা দেবনাথ, বধূ

জবাব : মশা নিধনে ফগিং, স্প্রে চলছে।

সওয়াল : বিধবাভাতায় নতুন নাম তোলা হচ্ছে না কেন?

—বুলা মণ্ডল, বধূ

জবাব : পুরনোদেরই ভাতা দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নতুন নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব নয়।

সওয়াল : পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

—পরিমল দাস, ব্যবসায়ী

জবাব : তোর্সা নদীর জল শোধন করে সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি প্রকল্পটি শুরু হবে।

সওয়াল : বেহাল রাস্তা মেরামত হচ্ছে না কেন?

—দীপক চক্রবর্তী, বেসরকারি কর্মী

জবাব : খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে।

ছবি : প্রতিবেদক

পুরসভা লাইভ

রিডার রিপোর্টার

জল চাই

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকা। জনবহুল জনপদ। কিন্তু আজও পরিস্রুত পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পাইপ লাইনে পানীয় জল সরবরাহের কথা অনেকদিন থেকে শোনা গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পঞ্চায়েত কর্তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে লাভ হচ্ছে না। অথচ এলাকায় জলবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েই চলেছে।

বাপন সরকার
মহাকালগুড়ি,
আলুপুরদুয়ার

বেহাল রাস্তা

মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েত। চা বাগান ঘেরা জনপদ। এলাকার প্রধান সমস্যা হয়েছে ভাঙাচোরা রাস্তা। এবার বর্ষায় বেশিরভাগ রাস্তা চলাচল অযোগ্য হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায়দিন দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ পঞ্চায়েত কর্তাদের কোনও হেলদোল নেই। ব্লক প্রশাসনের অনুরোধ দ্রুত ব্যবস্থা নিন।

শঙ্কর সার্কি
লুকসান,
নাগরাকাটা

এলাকার হালচাল, সমস্যার রোজনামচা কিংবা অভিযোগের সাতকাহন। পাঠকের পাঠানো খবর ও ছবি তুলে ধরা হবে এই কলামে। হোয়াটস্ অ্যাপ করুন ৯৭৩৩৫৫২৪২৭ নম্বরে। ছবিও পাঠান।